''লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হ'' এর শর্তসমূহ''

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ''লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হ'' এর প্রতি পূর্ণ ঈমানের আঁটটি শর্ত রয়েছে। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এ শর্তসমূহ মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ''লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'' এর প্রতি তাঁর ঈমান পূর্ণ হবেনা এবং সফলতা অর্জন কোরতে পারবেনা।

শর্তসমূহঃ

১। জ্ঞান অর্জন করাঃ জ্ঞ্যানের বিপরীত অজ্ঞতা, অজানাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ)

''জ্ঞান অর্জন কর যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই।'' (সূরা মুহাম্মাদ-১৯)

জ্ঞ্যানের বিপরীত অজ্ঞতা। সুতরাং যে ব্যক্তি উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না সে তাওহীদের বাণী স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও তাওহীদের বিপরীত শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাঁর অজান্তে ঈমান বাতিল হয়ে যায়।

২। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا)

''নিশ্চয় তারাই সত্যিকার মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর প্রতি ঈমান আনার পর কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না''। (সূরা হুজরাত-১৫)

''দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন'' এর বিপরীত হলো সন্দেহ পোষণ করা। অতএব কেউ উল্লেখিত সাক্ষ্যবানীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে সে মু'মিন থাকবে না। তাঁর ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

৩। একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ

আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْااللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ)

''তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ইবাদত সম্পাদন করার আদেশ করা হয়েছে।'' (সূরা আল বায়্যিনাহ-৫)

''ইখলাস'' এর বিপরীত শির্ক করা। অর্থাৎ এ বাণী সাক্ষ্য দেয়ার পর কেউ শির্ক করলে তাঁর ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

৪। সত্য বলে বিশ্বাস করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ)

''হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক''। (সূরা ত্বওবাহ-১১৯)

''সত্য'' এর বিপরীত মিথ্যা মনে করা। অতএব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর আদেশ -নিষেধকে মিথ্যা মনে করে তাঁর ঈমান বাতিল হয়ে যায়।

৫। ভালোবাসাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْانَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرُرَّحِيْمٌ)

''তুমি বলঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন ও তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।''

(সূরা আলে ইমরান-৩১)

''ভালোবাসা'' এর বিপরীত অবজ্ঞাকরা। সুতরাং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর কোন আদেশ ও নিষেধকে অবজ্ঞা করবে তাঁর ঈমান বাতিল হয়ে যাবে ।

৬। আনুগত্য স্বিকার করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ)

''তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্নসমর্পন কর''। (সূরা ঝুমার- ১৩৬)

''আনুগত্য স্বিকার করা'' এর বিপরীত অবাধ্য হওয়া। অতএব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় তাঁর ঈমান বাতিল হয়ে যায় ।

৭। মনে-প্রানে গ্রহণ করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِا للهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا)

''তোমরা বলঃ আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং আমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ''। (সূরা আল বাকারাহ-১৩৬)

''গ্রহণ করা'' এর বিপরীত বর্জন করা। যে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত কোন বিষয়কে বর্জন করে তাঁর ঈমান বাতিল হয়ে যায়।

৮। ''লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'' বলার পর আল্লাহ্ ছাড়া যে সকল ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত করা হয় তা অস্বিকার করা অপরিহার্য।

(فَمَنْ يَّكْفُر بِالطَّاغُوْتِ ويُؤْمِنْ بِا للهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِا لْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا)

''অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য মা'বুদকে বর্জন করল এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল সে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল, যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়''।

(সূরা আল বাকারাহ-২৫৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন বা বস্তুর ইবাদত করে তাঁর ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব, সকল মুসলিম ভাই ও বোনকে এ সকল বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ্ পরিপূর্ণভাবে ঈমানদার হওয়ার তাওফিক্ব দান করুন- আমিন।